শিক্ষা সমাজ দেশ

আসুন সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ি

(প্রকাশিত শিরোনাম: আসুন কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ি)

– অধ্যাপক ড. হাসনান আহমেদ

আমি রাজনীতিক নই, রাজনীতিবিজ্ঞানের ছাত্রও নই; রাজনীতিকদের ভাবনা-চিন্তা ও কার্যকলাপ দেখার জন্যই সম্ভবত এদেশে জন্মেছিলাম, তা করে যাচ্ছি। মনে প্রশ্ন জাগে, রাজনীতির উদ্দেশ্য কী? আমার ধারণা জনসেবা, জনকল্যাণ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়াই রাজনীতির উদ্দেশ্য। আমরা কি জনকল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে রাজনীতি করছি? খোলা চোখেই দেখতে পারি। জনকল্যাণ কথাটা বক্তেব্যের আগে একবার, পরে একবার ধুয়োজারির মতো বলি। বাস্তবে আমরা জনকল্যাণ থেকে অনেক দূরে; নিজ কল্যাণ ও দলকল্যাণ করি। নিজের বিবেককে জিজ্ঞেস করে দেখি, যত সরকার এ পর্যন্ত দেশ চালিয়েছে, কোন কোন সরকার জনকল্যাণের উদ্দেশ্য নিয়ে জনগোষ্ঠীকে সুশিক্ষিত ও দেশ গড়ার জন্য রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে? সর্বোচ্চ দু-একটা পাওয়া যেতে পারে। আবার রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যের কথা বললে আগেই প্রশ্ন আসবে– জাহেরি উদ্দেশ্য, না বাতেনি উদ্দেশ্য? এদেশের এটাই তো সমস্যা। চুন খেয়ে যাদের গাল পুড়েছে, দই দেখলেও তারা নাকি ভয় পায়। অধিকাংশ রাজনীতিকের মুখে এক, অন্তরে আরেক। গদি আঁকড়ে ধরার ও জনগণের সম্পদ নিজের করে নেওয়ার জন্য কত যে সীমাহীন চেষ্টা, ক্ষমতায় না যাওয়া পর্যন্ত কোনোভাবেই বোঝা যায় না। আমি কিন্তু পরচর্চা করছি না, বাস্তবতা তুলে ধরছি। কারো কারো মতে চব্বিশের আগষ্টে আমরা ছাত্র-জনতা ও বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের সহস্রাধিক জীবনের বিনিময়ে বুক থেকে জগদ্দল পাথর নামিয়ে দ্বিতীয় স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমার ভয় হয়, আমরা যেহেতু আত্মবিস্মৃত রাজনীতির দিশারি, অল্প দিনেই তা ভুলে না যায়! এখনকার করণীয় বিষয় নিয়েই এ লেখা।

আমরা সুশিক্ষিত মানুষ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার মজবুত ভিত যদি এবারও বিনির্মাণ করতে না পারি, নিঃসন্দেহে আবারও জনদুর্ভোগ ও দেশলুট অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকবে। কারণ সাধারণ মানুষ দুর্বিসহ যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য অনেক জীবনের বিনিময়ে আবার আশায় বুক বেঁধেছে। পার্থক্য হলো স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যত সংখ্যক দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা-কর্মী এদেশে জন্মেছিল, তার চেয়ে দুর্নীতিবাজ নেতা-কর্মী চৌষট্টি গুন বেড়েছে; অধিকাংশ দলের বিপুলসংখ্যক লোক জনআপদে পরিণত হয়েছে। এছাড়া দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তা ও সুবিধাবাদী ব্যবসায়ী বেড়েছে ব্যাপকহারে। যাদের অন্তরে কোনো দেশপ্রেম নেই, সততা ও মনুষ্যত্ব নেই; তারা দেশসেবা ও জনসেবা করবে কীভাবে? মূলত শূন্যে ভর করে দালানকোঠা তৈরি করা যায় না; অথচ আমরা বারবার তা করার চেষ্টা করি। আমরা মানবসম্পদ শব্দটা বলি, কিন্তু বুঝে বলি না। শুনি, ন্যাড়া নাকি একবারই বেলতলায় যায়; আমরা বারবার বেলতলায় যায়। এবারও কি তাই হবে? নইলে নির্বাচন নিয়ে এত তাড়াহুড়ো কেন? রাজনীতিকদের মাথায় দেশের গন্তব্য নিয়ে যে উদ্দেশ্য সেট হয়ে আছে, সেটাকে একটু উঁচুতে নিয়ে রি-সেট করা যায় না? তাদের উদ্দেশ্য ও দূরদর্শিতার ব্যাপ্তি প্রকাশ্যে জানাতে হবে। দেশের দুর্নীতিবাজ, লুটেরাদের মূলোচ্ছেদ করা কি এতই কঠিন? শুধু দলগুলোর সদিচ্ছা প্রয়োজন।

দলমত নির্বিশেষে (পরাজিত শক্তি বাদে) দেশের নব্বই শতাংশ নেতা-কর্মী মতলববাজ ও দুর্নীতিবাজ বলে আমার অনুমান। আলাদা মতলব নিয়ে তারা রাজনীতিতে ঢোকে এবং মতলব হাসিলের জন্য তারা রাজনীতি করে। কুড়ি গণ্ডা দলের মধ্যেই তো তারা আছে। মুখে যত কথাই বলুন, তারা এ জাতীয় অশিক্ষিত-দুর্নীতিবাজ লোক নিয়ে ভবিষ্যতে রাজনীতি করে কীভাবে জনকল্যাণ করবেন ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়বেন? আমার মাথায় আসে না। আসলে আমড়া গাছ থেকে কি সুমিষ্ট আম পাওয়া যায়? তবুও আমরা সাধারণ মানুষকে প্রবোধ দেওয়ার জন্য তা-ই দীর্ঘদিন ধরে করে আসছি। উচিৎ কথা যে-ই বলবে, সে-ই খারাপ। এদেশ থেকে আত্মজিজ্ঞাসা উঠে গেছে। আমি নিশ্চিত, রাজনীতি যতদিন সুশিক্ষিত মানুষের বিচরণক্ষেত্র না হবে, সাধারণ মানুষ ও দেশ ততদিন সেবা-বঞ্চিত হবে।

সেক্ষেত্রে শিক্ষিত সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রত্যাশা অরণ্যে রোদন হতে বাধ্য। সেজন্যই সংস্কার শুধু খাতা-কলমে ও বইতে থাকলে চলবে না, আগে দেশ পরিচালকদের মগজকে সংস্কার করতে হবে।

রাজনীতিতে শুধু দশ-বিশ জন নেতা সৎ ও যোগ্য হলেই চলবে না, তাদের মতলববাজ ও দুর্নীতিবাজ লাখ লাখ নেতা-কর্মী, সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের খোল-নলচে বদল করার মতো সৎসাহস ও মানসিকতা থাকতে হবে। বর্তমান সংস্কারের মৌসুমে আগে 'মহান' ও 'চিরমহান' রাজনীতিকদের অন্যায় কাজের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করতে হবে। কথাটা তো বারবার লিখছি ও বিভিন্ন ফোরামে বলছি, পজিটিভ সাড়া পাচ্ছি কই? হাজার হাজার প্রাণের ও সহস্রাধিক জীবন্মৃত ছাত্র-জনতার ত্যাগের বিনিময়ে অর্জিত বিজয়কে কোনোভাবেই ঠুঁটো-জগন্নাথ ও 'ভুলে-যাওয়া বিপ্লব' বানাতে দেওয়া যাবে না। যে কোনো মূল্যে জনসাধারণের ও দেশের মুক্তি এবং কল্যাণ নিশ্চিত করতেই হবে। 'কুঁতে মরবে হাঁস আর ডিম খাবে দারোগা বাবু', তা কী করে হয়? রাজনৈতিক দল অন্তর্বর্তী সরকারকে সহযোগিতা করছে জানি; কিন্তু এবার নির্বাচনের রোডম্যাপ চাওয়ার আগে প্রত্যেক দলের দুর্নীতিবাজ, লাঠিয়ালবাজ, ভাওতাবাজ নেতা-কর্মীরা দল থেকে বহিষ্কৃত হোক, তা দেখতে চাই। রাজনীতিতে টাকার খেলা ও চড়া দামে বিভিন্ন পদ বিক্রি বন্ধ করতে হবে। এর ফলে সুশিক্ষিত লোক রাজনীতিতে আসবেন। দেশ গড়ার জন্য প্রকৃত সহযোগিতা করবেন। রাজনীতি করবেন, আবার রাজনীতির মূল উদ্দেশ্য ও নীতি জলাঞ্জলি দেবেন, তা কীভাবে হয়?

আমি বিভিন্ন সংস্কার কমিটিকে অনুরোধ করবো আধা-খেঁচড়া সংস্কার না করতে। প্রয়োজনে সংস্কার গণভোটের মাধ্যমে অনুমোদন করিয়ে নিন। নির্বাচন মানে রাজনীতিকদের যা খুশি তা-ই করার অনুমতি এদেশের মানুষ দেয় না। রাজনীতিকদের জবাবদিহিতা ও দায়বদ্ধতা লিখিত আকারে থাকতে হবে। সংস্কার যেহেতু একটা চলমান প্রক্রিয়া, একবারে সব শেষ করা যাবে না। অন্তত সুশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ও কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের মজবুত একটা ভিত তৈরি হোক। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করা মানেই সুশিক্ষিত সমাজ ও কল্যাণ রাষ্ট্র গড়া নয়– উন্নয়নের পূর্বশর্ত মাত্র। এর আগেও অন্তত তিনবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচন হয়েছিল, আমরা কল্যাণ রাষ্ট্র গড়তে পরিণামে ব্যর্থ হইনি কি? বারবার 'সুপ্রিম কাউন্সিল' গঠনের কথা বিভিন্ন পত্রিকায় লিখছি ও বিভিন্ন ফোরামে বলছি, কোনো রাজনৈতিক দল তো সমর্থন করছে না? রাজনৈতিক কার্যকলাপ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার জন্য এবং রাষ্ট্রের পুরো ব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটা জরুরি। সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এটা গঠন করতেই হবে। সমাজের পরতে পরতে সীমাহীন ঘুস-দুর্নীতি, মিথ্যাচার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে গেছে। সরকার ও সমাজের প্রতিটা কাজে আধুনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজের প্রত্যেক মানুষকে সুশিক্ষিত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যাবস্থার উন্নতির সাথে তাল রেখে উভয়ের মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করতে হবে। সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার উন্নয়ন একই সুতার বন্ধনে বেঁধে ফেলতে হবে। এরও পথ ও পদ্ধতি আছে। এ বিশ্বে যত সমস্যা আছে, তার সমাধানও আছে। আমরা গুরুত্ব দেই না বা সমাধানের চেষ্টা করি না। একজোট হয়ে কাজ করি না, শুধু নিজেদের মধ্যে পচা কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি করে ক্লান্ত হয়ে যায়, উদ্দেশ্যচ্যুৎ হই এবং প্রতিপক্ষকে আবার উপযুক্ত সুযোগ তৈরি করে দিই। সবই আমাদের অনুবিদ্ধ স্বভাব। বহিঃশক্তির আগ্রাসন ঠেকাতে সব দল ঐক্যবদ্ধ হতে চায়; দুর্নীতিবাজ ও জনসম্পদ লুটেরাদের দল থেকে বহিষ্কার করার ঘোষণা দিয়ে ঐক্যবদ্ধ হই না কেন? সুশিক্ষিত-সৎ লোকগুলোদের রাজনীতিতে আনার জন্য ঐক্যবদ্ধ হই না কেন? যারা আন্দোলনে জেল-জুলুম ভোগ করেছে, দলে তাদের অগ্রাধিকার থাকাটা বাঞ্চনীয়। তবে তাদের দুর্নীতি ও অন্যায় কাজ থেকে তো নিষ্ক্রিয় করা যায়। তা তো আমরা করি না।

সুশিক্ষিত সমাজ, সুশিক্ষিত দেশচালক, উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা– বাঞ্ছিত জনসেবা ও কল্যাণ রাষ্ট্র। সুশিক্ষিত বলতে আমি জীবনমুখী শিক্ষা, কর্মমুখী শিক্ষা ও মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষার সম্মিলন বুঝাতে চাচ্ছি। মানবতাবোধ-সঞ্চারক শিক্ষা বলতে দেশীয় মূল্যবোধ, সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, জাগ্রত বিবেকবোধ, দেশপ্রেম ইত্যাদি মনুষ্যত্বসম্বলিত

শিক্ষাকে বুঝাচ্ছি। কল্যাণকামী রাষ্ট্র গড়তে আসুন আমরা প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে বিভিন্ন মাত্রায় এসব শিক্ষার সন্নিবেশ ঘটাই। প্রথমেই সুশিক্ষিত মানুষ ও সমাজ গড়ি। দেশপ্রেমে উজ্জীবিত, নীতিবান ও দূরদর্শী রাষ্ট্রচালকদের গড়ি। মন-মানসিকতার উন্নতি করি। প্রথমেই সবাই মিলে কল্যাণ রাষ্ট্র গড়ার একটা টার্গেট নির্ধারণ করি। লক্ষ্যে পৌঁছতে দীর্ঘমেয়াদী টার্গেটকে সাব-টার্গেটে ভাগ করি। প্রতিটা পর্যায়ে নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা মজবুত করি। একটা কাজও কঠিন কিছু নয়। তার আগে দেশকে লুটেরা বাহিনীমুক্ত দেশ ও সমাজ তৈরি অপরিহার্য। এ কাজগুলো না করে যে যতই ফাঁকা বুলি আওড়াক না কেন, এদেশের শিক্ষিত ও সচেতন সমাজ দেশগড়ার আপ্তবাক্য আদৌ বিশ্বাস করবে না; কাজের কাজও হবে না।

অন্তর্বর্তী সরকারকে বলি: দেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত দুর্নীতিতে ছেঁয়ে গেছে, এখনো যে কোনো সেক্টরে দুর্নীতি হচ্ছে না– এটা হলফ করে বলা যাবে না; খতিয়ে দেখুন। একমাত্র কঠোর নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নতুন করে মানুষ গড়া ছাড়া নিস্তার পাওয়া দুঃসাধ্য। কোনো রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় এসে তাদের চাটার দল ও তোষামোদকারিদের স্বার্থে দুর্নীতিমুক্ত দেশের ডাক দেবে না। সেটা মাথায় রেখে বর্তমান সরকারকে এখনই কাজ করতে হবে। বাজারে দ্রব্যমূল্যে আগুন কেন? বাণিজ্য উপদেষ্টা প্রকাশ্যে যৌক্তিক ব্যাখ্যা দিন। অন্তর্বর্তী সরকারের মৌন সম্মতিতে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রছাত্রীদের কোনো রাজনৈতিক দলের গোড়াপত্তন করা হয়তো ভুল হবে। তারা লেখাপড়া করবে, ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকবে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে। তাদের একটা তালিকা থাকবে, তারা হবে অরাজনৈতিক সংগঠন। তালিকাটা ক্রমেই বাড়বে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা শেষে তারা নিজ নিজ পেশায় চলে যাবে; কেউ মনে করলে তার নাম অরাজনৈতিক তালিকা থেকে কাটিয়ে পছন্দমতো রাজনীতিতে ঢুকতে পারবে। দেশের প্রয়োজনে ডাক দিলেই যে যেখানে থাক একত্রিত হবে। তারা যে কোনো নতুন সরকারের জাগ্রত তত্ত্বাবধায়ক, দেশ ও জনস্বার্থের পাহারাদার হবে। এদেশ আর নতুন রাজনৈতিক দল চায় না। দেশ এখন মানুষের মতো সুশিক্ষিত মানুষ চায়।

শ্রদ্ধেয় প্রফেসর ড. ইউনুসকে বলবো, 'এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার'। এবারই দেশের উন্নয়ন ও টিকে থাকা, নইলে বিলীন হবার যথেষ্ঠ আশঙ্কা। আগে আগেই নির্বাচনের রোডম্যাপ দেওয়া ঠিক হবে না। উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে কোনো দুর্নীতিবাজ, মতলববাজ আছে কি-না চিরুনি দিয়ে বেছে পরিশুদ্ধ করুন। অকর্মা লোকও থাকতে পারেন, বিদায় করুন। প্রয়োজনে কিছু নতুন নিয়োগ দিন। সংস্কার প্রক্রিয়া পুরোদমে চলুক। সাথে প্রতি সপ্তাহে অবশিষ্ট উপদেষ্টাদের মনমতো করে নিজে কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রশিক্ষণ দিতে থাকুন। পতিত সরকারের প্রত্যেক দুর্নীতিবাজ, অপরাধী ব্যক্তির ও তাদের সহযোগীদের আগে উপযুক্ত বিচার করতে হবে। তারপর তাদের রাজনীতি করার অধিকার আছে, কি নেই বিবেচনা করা যাবে। আমি অনেক বড় বড় অপরাধির নামে ঠুনকো কেস দিয়ে রাখার কথা শুনছি। প্রতিটা কেস একাধিক আইনজীবী দিয়ে এখনই পরীক্ষা করানো ও করণীয় ঠিক করা হোক। অপরাধীদের গ্রেফতার অনেকটা মন্থর হয়ে এসেছে। এগুলোও লুটের ও পাচারের টাকা ভাগের একটা কৌশল। সরকারি অফিস থেকে দুর্নীতিবাজদের ঝেটিয়ে বিদায় করুন। মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য পচে গেলে আমরা অসহায় হয়ে পড়ি। পুরো সমুদ্রভরা পানি, কিন্তু এক ফোঁটাও খাবার যোগ্য নয়। পরীক্ষিত অপরাধী, লুটেরা, হাজার হাজার কোটি টাকা পাচারকারি, হত্যা-গুমের সাথে জড়িত কোনো ব্যক্তি যেন টাকা খরচ করে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণে সাধুবেশে এদেশে রাজনীতি করতে ঢুকতে না পারে; এ বিষয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্রসমাজের সতর্ক থাকতে বলবো। সময় থাকতে সাধু সাবধান!

(১৭ ডিসেম্বর '২৪ দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ: সাহিত্যিক, গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ;
ওয়েব পেজ: pathorekhahasnan.com